



23320 - কার হাতে বাইআত করতে হবে

প্রশ্ন

প্রশ্ন: সাহাবায়ে কেরাম যভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে বাইআত করছেন, খুলাফায়ে রাশদীন এর হাতে বাইআত করছেন সভাবে প্রত্যকে মুসলমানকে কী অন্য কোন ব্যক্তির হাতে বাইআত করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য। বাইআত করতে হয় শুধুমাত্র মুসলিম শাসকের হাতে। আহলে হিল্ল ও আকদ তাঁর হাতে বাইআত করবেন। আহলে হিল্ল ও আকদ হচ্ছে- আলমে সমাজ, সম্মানতি ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ। এ পর্যায়ে ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করার মাধ্যমে তাঁর কর্তৃত্ব সাব্যস্ত হবে। সাধারণ মানুষকে ব্যক্তিগতভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করতে হবে না। বরং তারা তার আনুগত্য করবে যতক্ষণ না সটো গুনাহর আওয়া না পড়ে।

আল-মাজরে বলনে: “যারা আহলে হিল্ল ওয়াল আকদ শুধু তারা ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করলে যথেষ্ট; সর্বসাধারণের বাইআত করা ওয়াজবি নয়। প্রত্যকে ব্যক্তিকে সশরীরে তার কাছে হারি হয়ে হাতে হাত রাখতে হবে এটা জরুরী নয়। বরং প্রত্যকে তার আনুগত্য করবে, তার কথা মনে চলবে, তার বিরোধিতা করবে না, তার বপিক্ষে যাবে না।” [ফাতহুল বারী থেকে সংকলতি]

ইমাম নববী ‘শরহে সহহি মুসলিমি’ গ্রন্থে বলনে: বাইআতের ব্যাপারে সকল আলমে একমত যে, বাইআত শুদ্ধ হওয়ার জন্য প্রত্যকে ব্যক্তিকে বাইআত করতে হবে এমন কোন শর্ত নাই। আহলে হিল্ল ওয়াল আকদের প্রত্যকে ব্যক্তিকে বাইআত করতে হবে সটোও শর্ত নয়। বরং শর্ত হচ্ছে- আলমে সমাজ, নেতৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও প্রভাবশালী লোকদের মধ্যে যাদেরকে একত্রিত করা সম্ভব হয় তাদের বাইআত করা...। প্রত্যকে ব্যক্তিকে ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে এসে হাতে হাত রেখে বাইআত করতে হবে এমনটা ওয়াজবি নয়। বরং সকলের উপর ওয়াজবি হচ্ছে- রাষ্ট্রপ্রধানের নির্দেশে মনে চলা, তার বিরোধিতা না করা, বদ্বিরোধী না হওয়া।” সমাপ্ত

যসেব হাদসি বাইআতের কথা এসছে সেখানে বাইআত দ্বারা রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করা উদ্দেশ্য। যমেন- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করল কিন্তু তার গর্দানে বাইআত নাই সে জাহলেয়াতের মৃত্যুবরণ করল।” [সহহি মুসলিমি (১৮৫১)]



নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যে ব্যক্তি কোন রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করছে, হাত দিয়ে ও অন্তর থেকে তার সাথে ওয়াদাবদ্ধ হয়েছে সে যেনে যথাসম্ভব সে রাষ্ট্রপ্রধানের আনুগত্য করে। যদি কোন লোক এ রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব নিয়ে টানাটানি করতে আসে তখন তোমরা সে লোকেরে গর্দান ফলে দাও।”[সহিহ মুসলিম (১৮৪৪)]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী: “যদি দুইজন খলফার হাতে বাইআত করা হয় তখন শেষের জনকে হত্যা কর” [সহিহ মুসলিম (১৮৫৩)] এ হাদিসগুলো প্রত্যেকে রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করা সংক্রান্ত; এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

ভিন্ন দলের হাতে বাইআত করা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান বলেন: বাইআত শুধুমাত্র মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে করতে হবে। এ ছাড়া যত বাইআত আছে এগুলো বদিআত। এ বাইআতগুলো অনৈক্যের কারণ। একই দেশের একই রাজ্যের মুসলমানদের উপর আবশ্যকীয় হলো একজন রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করা। একাধিক বাইআত করা নাজায়ে।[আল-মুনতাকা মনি ফাতাওয়াস শাইখ সালহে আল-ফাওয়ান ১/৩৬৭]

রাষ্ট্রপ্রধানের হাতে বাইআত করার পদ্ধতি: পুরুষের হাতে বাইআত করার পদ্ধতি হবে মৌখিকভাবে ও কর্মের মাধ্যমে অর্থাৎ মুসাফাহা করে। আর নারীদের ক্ষেত্রে শুধু মৌখিকভাবে। এ পদ্ধতি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে সাহাবায়েরোমেরে বাইআতের মাধ্যমে সাব্যস্ত হয়েছে। এ বিষয়ে আয়শা (রাঃ) এর উক্তি হচ্ছে- “না, আল্লাহর শপথ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত কখনো কোন নারীর হাতকে স্পর্শ করেনি। তিনি তাদেরকে মৌখিকভাবে বাইআত করাতেন।”[সহিহ বুখারী (৫২৮৮) সহিহ মুসলিম (১৮৬৬)]

ইমমা নববী (রহঃ) হাদিসটির ব্যাখ্যায় বলেন: এ হাদিসে মহিলাদের হাত না ধরে মৌখিকভাবে বাইআত করানোর দলিল রয়েছে এবং পুরুষের হাত ধরে ও মৌখিকভাবে বাইআত করানোর দলিল রয়েছে।” সমাপ্ত

আল্লাহই ভাল জানেন।